ভারসাম্য) দেখ।

দাম স্বতন্ত্রীকরণ বা

প্রশ্ন 18. মূল্য-প্রভেদ কাকে বলে? মূল্য-প্রভেদ কখন সম্ভব ও লাভজনক হয়? একটি মূল্য প্রভেদকারী একচেটিয়া ব্যবসায়ীর ভারসাম্যের শর্তগুলি চিত্রের সাহায্যে ব্যাখ্যা কর। [C.U. B.Com. 1992]

উত্তর ঃ যখন কোন একচেটিয়া কারবারী একই দ্রব্যের জন্য ভিন্ন ভিন্ন ক্রেতার নিকট ভিন্ন ভিন্ন দাম নেয় অথবা ঈষৎ পৃথকীকৃত দ্রব্যের ক্ষেত্রে ব্যয়ের পার্থক্যের তুলনায় দাম বেশি নেয় তখন তাকে মূল্য-প্রভেদকরণ বা দাম পৃথকীকরণ বলে।

❖ মূল্য-প্রভেদকরণ কখন সম্ভব ও লাভজনক? ঃ

মূল্য-প্রভেদকরণ বা দাম-স্বতন্ত্রীকরণ সম্ভব হওয়ার জন্য কতকগুলি অবস্থা অনুকূল হওয়া প্রয়োজন। সেগুলি হ'ল ঃ (ক) ক্রেতার অজ্ঞতা বা অলসতার জন্য মূল্য-প্রভেদ বা মূল্য-বিভেদ ঘটতে পারে। (খ) ক্রেতার বিশেষ কোনো আচরণের জন্যও মূল্য-বিভেদ ঘটতে পারে। বিশেষ কোনো বাজার থেকে দ্রব্যটি কেনা সম্মানের ব্যাপার

বলে বিবেচিত হতে পারে। তখন ক্রেতা বেশি দাম দিয়ে ঐ বাজার থেকে দ্রব্যটি কিনবে। যেমন, কলকাতার নিউ মার্কেটে বেশি দামে জিনিস কেনা। (গ) দ্রব্যটি একান্ত ব্যক্তিগত সেবাকার্য হলে মূল্য-বিভেদকরণ ঘটতে পারে। কোনো ডাক্তার ধনী রোগীর কাছে বেশি ফি এবং গরীব রোগীর কাছে কম ফি নিতে পারেন। (ঘ) দ্রব্যের ব্যবহারের পার্থক্যের দরুনও দামে পার্থক্য ঘটতে পারে। যেমন, কোন অধ্যাপক তার নোট কোনো ছাত্রকে কম দামে এবং কোন টিউটোরিয়াল হোমকে বেশি দামে বিক্রি করতে পারেন। (ঙ) বিভিন্ন বাজারের মধ্যে আঞ্চলিক দূরত্ব এবং বিভিন্ন দেশের মধ্যে আন্তর্জাতিক সীমানার বাধা থাকার ফলেও দাম স্বতন্ত্রীকরণ হতে পারে।

মূল্য-প্রভেদকরণ সম্ভব হলেই যে সেটি লাভজনক হবে তার কোনো মানে নেই। মূল্য-প্রভেদ নীতি লাভজনক হতে গেলে দুটি শর্ত পূরণ হওয়া দরকার। (i) বিভিন্ন উপ-বাজারকে 'কার্যকরীভাবে' আলাদা হতে হবে এবং সস্তার বাজার থেকে বেশি দামের বাজারে পুনর্বিক্রয়ের সম্ভাবনা থাকলে চলবে না। (ii) বিভিন্ন উপ-বাজারে চাহিদার স্থিতিস্থাপকতার মান আলাদা হতে হবে।

❖ মূল্য-প্রভেদকারী একচেটিয়া কারবারীর ভারসাম্য ঃ

মনে করি, মূল্য-প্রভেদকারী একচেটিয়া কারবারী তার উৎপাদিত দ্রব্য দুটি বাজারে বিক্রি করছে। এই কারবারী সেই বিন্দুতে ভারসাম্যে থাকবে যেখানে তার মুনাফা সর্বাধিক। এখন, প্রথম বাজারে মুনাফা সর্বাধিক করতে হলে ঐ বাজারের প্রান্তিক আয় তার উৎপন্ন দ্রব্যের প্রান্তিক ব্যয়ের সমান হতে হবে অর্থাৎ $MR_1 = MC$ হতে হবে। যতক্ষণ পর্যন্ত $MR_1 > MC$, একচেটিয়া কারবারীর পক্ষে আরও উৎপাদন বাড়িয়ে তা প্রথম বাজারে পাঠানো লাভজনক। লাভ বাড়ানোর আর সুযোগ থাকবে না যখন $MR_1 = MC$ হবে। তেমনি, দ্বিতীয় বাজারে মুনাফা সর্বাধিক করার শর্ত হবে $MR_2 = MC$। সুতরাং, মূল্য-প্রভেদকারী একচেটিয়া কারবারীর ভারসাম্যের প্রথম ক্রমের শর্ত হ'ল ঃ (i) $MR_1 = MR_2 = MC$। ভারসাম্যের পর্যাপ্ত বা দ্বিতীয় ক্রমের শর্ত হল ঃ (ii) MC রেখার ঢাল সম্মিলিত MR_1 ও MR_2 রেখার ঢালের চেয়ে বেশি হতে হবে।

রেখাচিত্রের সাহায্যে মূল্য-বিভেদকারী একচেটিয়া কারবারীর ভারসাম্য দেখাতে পারি। 4.19 নং চিত্রের প্রথম ও দ্বিতীয় অংশে আমরা দুটি বাজারের AR ও MR রেখা টেনেছি। MR_1 ও MR_2-কে অনুভূমিকভাবে যোগ করে আমরা চিত্রের তৃতীয় অংশে সম্মিলিত MR (combined MR বা CMR) রেখা পেয়েছি। এই তৃতীয় অংশে আমরা MC রেখাও এঁকেছি। এই MC রেখা সম্মিলিত MR রেখাকে E বিন্দুতে নীচের দিক থেকে ছেদ করেছে। সুতরাং, E বিন্দুতে ভারসাম্যের উভয় শর্তই পালিত হয়েছে। তাই E বিন্দু হ'ল ভারসাম্য বিন্দু। একচেটিয়া কারবারী মোট $O\bar{q}$ পরিমাণ দ্রব্য উৎপাদন করবে। তখন তার $MC = E\bar{q}$। এই MC-র সাথে সে MR_1 ও MR_2-কে সমান করবে। সেজন্য আমরা E বিন্দু থেকে অনুভূমিক অক্ষের সমান্তরাল করে বাঁদিকে MR_1 পর্যন্ত একটা সরলরেখা টানলাম। এই রেখা MR_1-কে E_1 বিন্দুতে এবং MR_2-কে E_2 বিন্দুতে ছেদ করেছে। সুতরাং, E_1 এবং E_2 বিন্দুতে যথাক্রমে $MR_1 = MC$ এবং $MR_2 = MC$ হয়েছে। একচেটিয়া কারবারী প্রথম বাজারে O_1q_1 পরিমাণ এবং দ্বিতীয় বাজারে O_2q_2 পরিমাণ দ্রব্য বিক্রি করবে। স্পষ্টতঃই

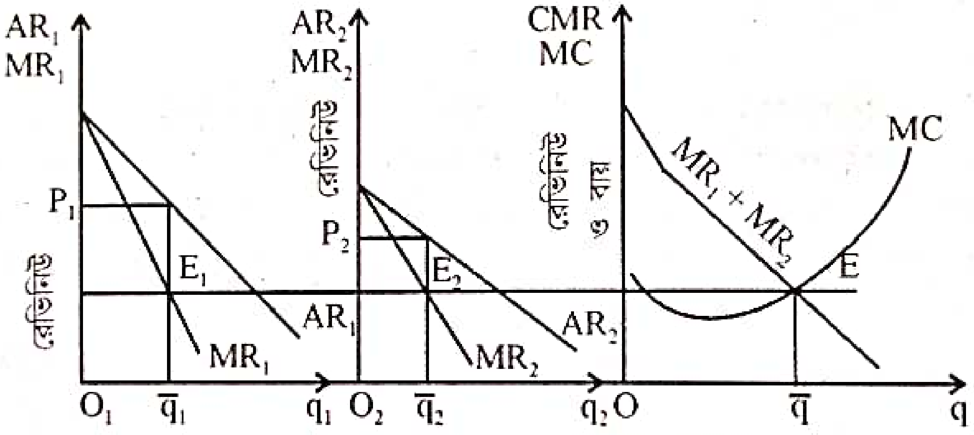

চিত্র 4.19

$O_1q_1 + O_2q_2 = O\bar{q}$. দুটি বাজারের দাম জানা যাবে তাদের চাহিদা রেখা (AR) থেকে। প্রথম বাজারে দাম হবে O_1P_1 এবং দ্বিতীয় বাজারে দাম হবে O_2P_2. লক্ষণীয় যে $O_1P_1 > O_2P_2$. চিত্রে দেখা যাচ্ছে যে, প্রথম বাজারে চাহিদার স্থিতিস্থাপকতা দ্বিতীয় বাজারের তুলনায় কম। অর্থাৎ যে বাজারে চাহিদার স্থিতিস্থাপকতা কম, সেই বাজারে দাম বেশি হবে এবং যে বাজারে চাহিদার স্থিতিস্থাপকতা বেশি, সেই বাজারে দাম কম হবে।

এটি গাণিতিকভাবেও দেখানো যেতে পারে। আমরা জানি, ভারসাম্যের বিন্দুতে $MR_1 = MR_2$ বা, $p_1\left(1-\frac{1}{|e_1|}\right) = p_2\left(1-\frac{1}{|e_2|}\right)$। এখন, যদি $|e_1| = |e_2|$ হয়, তাহলে $p_1 = p_2$ হবে। অর্থাৎ যদি দুটো বাজারের চাহিদার স্থিতিস্থাপকতা সমান হয়, তাহলে দামও সমান হবে। অর্থাৎ দাম-বিভেদকরণ হবে না বা দাম-বিভেদকরণ লাভজনক হবে না। তেমনি, বিপরীতভাবে, যদি $|e_1| \neq |e_2|$ হয়, তাহলেই $p_1 \neq p_2$ হবে। অর্থাৎ যদি দুটো বাজারের চাহিদার স্থিতিস্থাপকতা সমান না হয়, তাহলে ঐ দুটো বাজারে দামও আলাদা হবে অর্থাৎ মূল্য-বিভেদকরণ লাভজনক হবে। উদাহরণস্বরূপ, মনে করি, $|e_1| < |e_2|$, বা, $\frac{1}{|e_1|} > \frac{1}{|e_2|}$, বা, $\left(1-\frac{1}{|e_1|}\right) < \left(1-\frac{1}{|e_2|}\right)$। কিন্তু $p_1\left(1-\frac{1}{|e_1|}\right) = p_2\left(1-\frac{1}{|e_2|}\right)$। সুতরাং, $p_1 > p_2$ অর্থাৎ যে বাজারে চাহিদার স্থিতিস্থাপকতা কম, সেই বাজারে দাম বেশি হবে এবং যে বাজারে চাহিদার স্থিতিস্থাপকতা বেশি, সেই বাজারে দাম কম হবে।